বাজনায় খানিকটা বিরতি

টমাস টারনসমারের কবিতা ‘BRIEFPAUSE IN THE ORGAN RECITAL"
অনুবাদঃ ডঃ খায়রুল হক চৌধূরী

A plugger's organ recital.

অর্গেনের মূর্চ্ছনায় খানিকটা বিরতি;
সাথে সাথে গীরজার চত্তরে নেমে আসে কবরের নীরবতা
কিন্তু, তা কয়েক মূহূর্তের জন্য।
সহসাই যানবাহনের আওয়াজ ভেসে আসছে পাশের সড়ক থেকে - এ মূহূর্তে সেটাই অধিকতর শক্তিশালী অর্গেন।
আমরা যেন চার পাশ থেকে সেই অর্গেনের গুন গুনানীতে মগ্ন - গির্জার দেয়ালে তা প্রবাহিত।
বাহিরের পৃথিবী সচ্ছ চলচিত্রের মত একে অপরের সাথে লড়াইয়ে মত্ত।
এবং রাস্তার শব্দের মত প্রতিভাত পিয়ানোর টুংটাং
একেকটা শিরা লাফিয়ে উঠছে ধমনীতে।

আমি আমার শরীরের প্রবহমান রক্তের শব্দ শুনছি - যে পাত্রটি আমার মধ্যে লুকিয়ে এবং যা আমাকে কথা বলতে সাহায্য করে॥

আমার শরীরের রক্তরূপ নিকটতায় এবং স্মৃতিরুপ দূরবর্তিতায় - আমার চার বৎসর বয়সী কায়া সামনে এসে দাঁড়ায়॥

আমি স্পষ্ট শুনছি একটা ট্রাক বিকট শব্দে ছয় শত বৎসরের পূরানো প্রাচীর কাঁপিয়ে চলে যায়॥

এই চত্তর মায়ের কোলের চেয়ে কোন অংশেই কম নয় - এই মূহূর্তে আমি একজন শিশু।

দূরবর্তী বয়স্কদের বাক্যালাপ হারিয়ে যাচ্ছে - সেই সাথে মিশে বিজিয়ী এবং বিজীতদের সংলাপ॥

নীল রংয়ের চত্তরে অবিন্যস্ত ধর্মালোচনা
স্তম্ভসমূহ প্রসারিত আশ্চর্য বৃক্ষের আদলে॥

কোন গাছই নেই (শুধুই সাধারণ মেঝে)
কোন মূকূটই নেই (শুধূই ছাদ দাড়িঁয়ে)॥

আবারও একটি সপ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়।
আমি যেন গীর্জার চত্তরে দাঁড়িয়ে,
চারপাশ আলোকিত
আমি কার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে?
একজন স খার জন্যে!
সে আসছে না কেন?
সে তো এখানে অনেক আগেই চলে এসেছে।

ধীরে ধীরে মরণ বেরিয়ে আসে ভূগর্ভ থেকে - চার পাশ আলোকিত।
এক শক্তিশালী ঢেউ আছড়ে পড়ে বইয়ের পাতায় - তারপরে আরেকটা ঢেউ - তারপরে আরেক।